Q:→ উত্তর উপনিবেশিকতাবাদ বা উত্তর উপনিবেশিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা কর (Discuss the theory of Post Colonialism)?

A:→ রাজনৈতিক তত্ত্বের ভূমিতে আধুনিক কালে যে সকল তত্ত্ব বা তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল উত্তর উপনিবেশিকতাবাদ বা Post Colonialism. ভাষা, রাজনীতি, ইতিহাস সহ সাহিত্য দিক থেকেই জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিক উন্মোচন করেছে। বিংশ শতকের মধ্যভাগে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর পর্বে উপনিবেশিকতার অবসান ঘটলে এশিয়া-আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার স্বাধীন অর্থ-রাজনৈতিক পরিবেশে ইচ্ছা থেকে শেষেও পরিবর্তন আনে। ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্তির মানবতাবাদকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন সাংস্কৃতিক বিমানকল্প শুরু হয় যা উত্তর উপনিবেশিকতাবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে।

উপনিবেশিকতার অবসান পরবর্তীযুগে উত্তর-উপনিবেশিক চর্চার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়, তবে তার তাত্ত্বিক বা বৌদ্ধিক উৎস হিসাবে আমরা একদিকে যেমন মার্কসবাদ কিংবা অন্যদিকে উত্তর-কাঠামোবাদ ও উত্তর আধুনিকতাবাদকে চিহ্নিত করতে পারি। Leela Gandhi র মতে এই দুয়ের সহাবস্থান এক দ্বান্দ্বিকতার দ্বারা উত্তর উপনিবেশিক তত্ত্বের বৌদ্ধিক ইতিহাস উন্মোচিত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে আমরা Edward W. Said র Orientalism, Antonio Gramsci র Hegemony, Michel Foucault র Power র ধারণা উল্লেখ করতে পারি। এছাড়া উত্তর উপনিবেশিক তত্ত্বে প্রভাব ফেলেছে। আবার Derridar র Deconstruction ও Lacan র Psycho-analysis ও এই চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছে। উত্তর উপনিবেশিক তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে আমরা Frantz Fanon, Edwar Said, Gayatri Chakravorty Spivak, Homi K Bhabha র নাম উল্লেখ করতে পারি।

উত্তর উপনিবেশিকতাবাদ একক এক দৃষ্টিভঙ্গী বা শাস্ত্র না বিভিন্ন বিষয়কে স্পর্শ করে এবং তার মূল উদ্দেশ্য নানাবিধ ধারণার দ্বারা বিশ্লেষিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে। প্রথমে এক কথায় বলা যায়— প্রথমত: উত্তর উপনিবেশিকতাবাদকে জ্ঞানদীপ্ত মানবতাবাদের একপ্রকার প্রত্যাখ্যান বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। জ্ঞানদীপ্তির সঙ্গে যে স্বাধীনতা, সমতা, সম্মান, দেশাত্মবোধ ইত্যাদির যে সার্বজনীন ধারণা রয়েছে তার সুযোগ্য ও উন্মোচন উত্তর উপনিবেশিক তত্ত্বের রচনা সমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

দ্বিতীয়ত: এই চর্চা আধুনিকতা বা modernity সম্পর্কিত ধারণার সার্বজনীনকরণের বিরোধিতা করে। এই ধারণা বিভিন্নভাবে কতখানি প্রযোজ্য তা নিয়ে সন্দিহান। এই কারণে তা বাস্তবতাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ,

P.T.O.

Scanned with CamScanner

গণতন্ত্র, উদারনীতিবাদ থেকে ইউরোপীয় ধারণাগুলি উত্তর উপনিবেশিক বাদী তাত্ত্বিকদের সমালোচনায় সম্মুখীন হয়েছে।

তৃতীয়ত: ব্যক্তিবাদিতা ও আধুনিকতার ধারক আত্মাকার ইউরোপ বা পশ্চিম কেন্দ্রীক, যা অবশ্যই বৈষম্যজাত বিষয়। তাই অন্য সংস্কৃতিকে প্রান্তিক করে না উপস্থাপন করে। এই দিকটি চিহ্নিত করে ইউরোপ কেন্দ্রিকতাকে সাহিত্যের প্রান্তিকতা রূপে দেখানো হয়েছে।

চতুর্থত: উত্তর উপনিবেশিক চর্চায় উপনিবেশিক দেশ ও সমাজের উপর লিঙ্গ, শ্রেণি ও অর্থনৈতিক শোষণের প্রভাবের বিরোধীতা করা হয়। এখানে জেন্ডার, জাতি, জাতিসত্তা প্রভৃতি বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে। Spivak র মতে পশ্চিমী চিন্তা কাঠামো নির্মাণ করে ক্ষমতাগত সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে চায়।

পঞ্চমত: এখানে প্রান্তিকতার উপর জোর দিয়ে দেখানো হয়েছে অন্তর্ভুক্ত বা বিরোধীতা বা অনুকরণ হিসাবে, প্রান্তিকতার সঙ্গে আবার জড়িত মানুষের স্বাধীনতা, মুক্তি, পরিচিতি ও ব্যক্তিত্বের ধারণা। ইউরোপীয়দের দ্বারা বর্ণিত ধারণাগুলি অসত্য ও অবাস্তবসম্মত হওয়ায় তার বিনির্মাণ আসল সত্যের উদ্ঘাটন করেছে।

ষষ্ঠত,— উত্তর উপনিবেশিকতাবাদ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিকতাবাদের বৈষম্যদায়ক নৃতাত্ত্বিক তত্ত্বসমূহের সমালোচনা করে থাকে। সেখানে প্রাচ্যকে নিম্ন ও পাশ্চাত্য উন্নত রূপে দেখানোর যে প্রবণতা তার বিরুদ্ধে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে উঠে উপনিবেশগুলিতে সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে।

সপ্তমত, উত্তর উপনিবেশিক তত্ত্বের কিছু ইতিবাচক অবদান হিসাবে আমরা ⓐ Subaltern: Ranjit Guha, Edward Said, Partha Chatterjee প্রমুখ সব Subaltern গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য ছিল কিভাবে যে Elite অধিপত্যের ধারণা বিরোধীতা করা। ⓑ নতুন মানবতাবাদ (New humanities) প্রসার ঘটিয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক অধিপত্যের বিরুদ্ধে নারীবাদী চর্চা, সংস্কৃতির চর্চা ও প্রভৃতি নতুন মানবতাবাদ অর্জিত হয়।
ⓒ প্রাচ্যবাদ: Edward Said 'প্রাচ্যবাদের পাশ্চাত্য ধারণার সমালোচনা করেছেন। এই ধারণা প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্যের আধিপত্য ও বিস্তার ও বজায় রাখে। এছাড়াও আমরা সংমিশ্রণ বা Hybridity -র ধারণার কথাও উল্লেখ করতে পারি।

অষ্টমত,— উত্তর উপনিবেশিক তত্ত্বের অন্যতম লক্ষ্য হল সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক তত্ত্ব ও ধারণা গড়ে তোলা। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় অভিজ্ঞতার কৃত সাহিত্য প্রান্তিকতার জন্যই English Literatures না বলে Literatures in English বলা হয়। সংস্কৃতির বিষয়ে পশ্চিমী বর্ণনার প্রতিক্রিয়ায় উত্তর উপনিবেশিক সংস্কৃতির বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরী। এই সংস্কৃতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও পার্থক্যের বিষয়টি আসত। বৈচিত্র্য সুস্পষ্টভাবেই বিভিন্নতর ভাষা সমূহের অভিব্যক্তি দেয় এবং পার্থক্য কিন্তু আমাদের সংস্কৃতিকে সমগ্রতা হিসাবে জানতে বা ভাবতে সমর্থ হয়।

Scanned with CamScanner

নানা কারণেই উত্তর উপনিবেশিকতাবাদ বিভিন্ন দিক হতে সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে — প্রথমত — উত্তর উপনিবেশিকতাবাদী চর্চা একদিকে কার্যোদ্ধার ও সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি এবং অন্যদিকে স্বজাতির রাজনীতির মধ্যে বাঁধা পড়েছে; দ্বিতীয়ত — এই চর্চা অধ্যয়নগত দ্বিমাত্রিকতা ও বৈপরীত্যের মধ্যে অবস্থান করার ফলে এর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত একরূপতার অভাব ঘটেছে; তৃতীয়ত — এই চর্চা পশ্চিমী বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের ধারা পরিপোষকেই রক্ষা করে চলেছে; চতুর্থত — এই মতবাদকে নব্য উপনিবেশিক শক্তিসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করছে; পঞ্চমত, এই তত্ত্ব আবার একদিকে সার্বজনীন মূল্যবোধের ক্ষতিসাধন করছে, তেমন অন্যদিকে মানবাধিকারকেও উপেক্ষা করছে ইত্যাদি।

এসব সমালোচনা গুলি সত্ত্বেও বলতে হয় যে উত্তর উপনিবেশিকতাবাদী তত্ত্ব যে পশ্চিমা জ্ঞান ধারণার এক যে অসলরূপ তাকে প্রকাশে সক্ষম হয়েছে এবং অবশ্যেই সেই তত্ত্বগুলি প্রতিপেষণীতার সম্মুখীন যে রচিত সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে এই তত্ত্বের দুর্বলতাগুলো যে কমানো বহুলাংশে দাবি দিতে হবে তা বলাই বাহুল্য।